সংবাদ

তারিখ 12 SEP 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এইচএসসি পরীক্ষার পাসের হারে রেকর্ড!

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সাধারণ ৭টি এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৭৬.১৯ শতাংশ। এই হার গত বছরের ১০.৫৯ শতাংশ বেশি। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ। গত মে-জুন মাসে এইচএ পরীক্ষায় মোট ৪ লাখ ৯৬ হাজার ১৩৯ জন অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের ম পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলো। এটাকেও অর্জন বলে মনে করা হচ্ছে। এবার এইচএসসি ও সমমা পরীক্ষায় শতভাগ পাস করেছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৭৪টি। গতবার এ সংখ্যা ছিল ৪৩৪ অন্যদিকে কেউ পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪১টি। গতবার তা ছিল ৬০। এসব কিছু পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি বলে মনে করা হচ্ছে।

এ বছর এসএসসি পরীক্ষাতেও পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তি তার আগের বছরের চেয়ে বেশি ছি এ সম্পর্কে পরীক্ষাপত্র মূল্যায়নের সময় নম্বর বেশি দেয়ার জন্য বোর্ড থেকে পরীক্ষকদের নির্দেশনা দে হয়েছিল। এসএসসি পরীক্ষায় বেশি ফেল করে ইংরেজি ও অঙ্কে। এইচএসসি পরীক্ষায় অঙ্ক না হলে ইংরেজিতে পাস করাটা বাধ্যতামূলক। এইচএসসি পরীক্ষাতেও বেশি নম্বর দেয়ার কোন নির্দেশনা দে হয়েছে কি না সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সে প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন। মাধ্যমিক দুটি পরীক্ষায় ভাল ফলাফ নাকি 'আমাদের সম্মিলিত অর্জন'। আমরা নাকি ধীরে ধীরেই এ অর্জনের পথে এগিয়েছি।

এইচএসসি পরীক্ষায় যারা পাস করেছে তাদের সবার প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। অনেক দেশে এই পরীক্ষা 'স্কুল জীবনের' শেষ পরীক্ষা। গড়ে ১৮ বছর বয়সে এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা অবতীর্ণ হয় অনেকে এর পরে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। এ বয়সে তারা ভোটাধিকার অর্জন করে এবং দায়িত্বশীল নাগরি হিসেবে ভূমিকা রাখারও যোগ্যতা অর্জন করে। যারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের মনে রাখা দরক কোন পাবলিক পরীক্ষাই পরীক্ষার্থীদের মেধা বিচারের শেষ কথা নয়। যারা পাস করতে পারেনি তারা আগা পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়ে দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পাবে। আমরা তাদের ধৈর্য ধরার আহ্বা জানাচ্ছি। আর যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে তারা যেন ভবিষ্যতের শিক্ষাজীবন ও কর্মক্ষেত্রে সমান দক্ষতা প্রদর্শ করতে পারে, আমরা সেই আশা করলাম।

এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের রেকর্ডের অর্থ এই নয় যে, দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের ভেতর পরীক্ষায় 'ভাল করার' দক্ষতা যে বেড়েছে তা নিশ্চিত করেই বলা চলে। আর যার জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের সাফল্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব কতখানি বলা কঠিন। কেননা অধিকাংশই 'প্রাইভেট টুইশনের' মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল করার দক্ষতা অর্জন করেছি বলে ধারণা করা হয়। সব মিলিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে কিনা তা কেউ স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারেই মূল্যায়নের তোড়জোড় দেখা যায়।

যারা এইচএসসি পাস করেছে তারা দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে তারা তাদের সবাই পছন্দমতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোর্সে ভর্তির সুযোগ না-ও পেতে পারে। পৃথিবীর সব দেশেই ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি হওয়ার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। এখানে মনে রাখতে হবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ রয়েছে ১৯৫টি। এ সব অনার্স ডিগ্রি ও পাস কোর্সে আসন সংখ্যা ৭ লাখেরও বেশি। এসব অনেক কলেজ আসন সংখ্যা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী পায় না। অন্যদিকে এমপিওভুক্তির মাধ্যমে সরকার এসব বেসরকারি শিক্ষকদের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করে। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারকে আরও যত্নবান হতে হবে। সরকারি কলেজগুলোর পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষাদানের মান বাড়ানো হলে তথাকথিত নামিদামি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমে যাবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় বা ভাল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের